যায়যায়দিন

তারিখ AUG 01 2006
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

বৃহত্তর ময়মনসিংহের ১৭ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই দেড় বছর

আলতাব হোসেন ময়মনসিংহ

বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৬ জেলার ৩১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৭টিতেই প্রধান শিক্ষক নেই দেড় বছর ধরে। সহকারী শিক্ষকের ৭৯টি পদও শূন্য। জেলা সদরের বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিক্ষক থাকলেও উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে চরম শিক্ষক সঙ্কট।

জেলা সদরের বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে অঙ্ক বিষয়ে আটজন শিক্ষক থাকলেও জামালপুরের মেলান্দহ বালিকা বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সাতজন।

নেত্রকোনার ৬টি সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে দুর্গাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দুর্গাপুর এমকেসিএম উচ্চ বিদ্যালয়, কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই বিদ্যালয় ও মোহনগঞ্জ পাইলট উচ্চ পৃ ২ ক ৭

বৃহত্তর ময়মনসিংহের ১৭ স্কুলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। শেরপুরের ৩টি সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে শেরপুর ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় ও শ্রীবরদী বালিকা বিদ্যালয়ে আড়াই বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। জামালপুরের ৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে জামালপুর বালিকা বিদ্যালয়, দেওয়ানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, মেলান্দহ বালিকা বিদ্যালয় ও বকশীগঞ্জ উলফাতুন নেছা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে দু'বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই।

টাঙ্গাইলের ৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে টাঙ্গাইল উচ্চ বিদ্যালয়, বাসাইল গোবিন্দ বিদ্যালয়, দেলদুয়ারের সৈয়দ জব্বার বিদ্যালয়, সন্তোষ ইসলামী বিদ্যালয়ে দেড় বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ময়মনসিংহের ৮টি সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে নান্দাইল চণ্ডীপাশা বিদ্যালয় ও গফরগাঁওয়ের খায়রুল্লাহ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই দেড় বছর ধরে। কিশোরগঞ্জের ২টি সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে এসভি সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই দু'বছর ধরে।

জানা যায়, প্রাইভেট পড়ানো এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করানোর জন্য শিক্ষকরা জেলা সদরের বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে চলে আসেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৩১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩টিতেই ইংরেজি, অঙ্ক ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক নেই।

প্রধান শিক্ষক না থাকায় স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বলে জানালেন দুর্গাপুর এমকেসিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পরিমলচন্দ্র পণ্ডিত। তিনি বলেন, প্রশাসনিক কাজ ছাড়াও স্কুলের উন্নয়ন কাজ ঠিকমতো হয় না। তাছাড়া শিক্ষা অধিদফতরের অনুমতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালনেও শিক্ষকরা আগ্রহ দেখান না। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, বাড়তি এ দায়িত্বের জন্য বাড়তি বেতন দেয়া হয় না।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক হোসনে আরা বেগম বলেন, শিক্ষক সঙ্কট থাকায় ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিক্ষক থাকার বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, ওপর মহলের তদবিরে শিক্ষকরা উপজেলা পর্যায় থেকে বদলি হয়ে জেলায় চলে আসেন।